KATHOPOKATHAN - ATIT O BARTAMAN
DOUBLE-BLIND PEER-REVIEWED JOURNAL
Website – kathopokathan.in Email - kathopokathanjournal@gmail.com
Volume : 01, Issue : 01, (July - December) 2024
Published On 15th September 2024

ব্যাক্তি আর সমষ্টিজীবনের অভিনব পুন-দর্শন

সংযুক্তা দে
পি. এইচ. ডি. গবেষক প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

'পরিবর্ত অনুসন্ধানঃ রাষ্ট্র নাগরিকত্ব বাস্তুচ্যুতি ও ইতিহাসচর্চা' ডক্টর রূপ কুমার বর্মণের সাম্প্রতিকতম পুস্তক যেখানে উনি ওনার জীবনের বিবিধ পর্যায়ে পুঙ্খানপুঙ্খভাবে তুলে ধরেছেন। ইতিহাস চর্চার ব্যাতিক্রমী পথকে অনুসরণ করে লেখক সেইসব জনজাতির জীবনকে তার পুস্তকে তুলে ধরেছেন যারা 'প্রান্তিক' স্তর থেকে উঠে এসেছেন। যাদের বাসস্থান দুর্গম অরন্যাঞ্চলে, প্রত্যন্ত গ্রামে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ইতিহাসের পট পরিবর্তনের ধারাকে উনি সামনে এনেছেন। লেখক তার ব্যাক্তিগত জীবনের এই যে যাত্রা সেখানে আলিপুরদুয়ার জেলার রায়ডাক নদী তীরবর্তী ছোট চৌকির বস গ্রামকে যেমন এনেছেন, ঠিক তেমনই দার্জিলিং এর সেন্ট জোসেফ কলেজে তার কর্মজীবন শুরুর অধ্যায়টিকেও গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। একটি অধ্যায়ে লেখকের ব্যাক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা যতটা না বর্ণিত হয়েছে তার থেকে সামনে বেশি করে উঠে এসেছে ঔপনিবেশিক জ্ঞানতত্ত্বের আলোকে ঔপনিবেশিক শাসক পন্ডিত বর্গের হাত ধরে বাংলার সমাজ গড়নের এক পূর্ণাঙ্গ বিবরণ।

ওনার এই নতুন গ্রন্থে লেখক ভারতীয় উপ-মহাদেশের জাত ব্যবস্থা অনুসন্ধানে ভারতীয় লেখকদের গবেষণা ভিত্তিক আলোচনা তুলে ধরেছেন। অধ্যাপক রূপ কুমার বর্মণ নিম্নবর্গীয় জাতি-স্তর ইতিহাস চর্চার এক ধারা অনুসন্ধানে অগ্রসর হয়েছেন। উনি সর্বশেষ অধ্যায়ে একদিকে যেমন কলকাতায়ে ওনার কর্ম জীবনের সূচনার প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে মহানগরের দ্রুতগামী জীবনধারা যে গ্রামের সহজ সরল জীবনধারার একেবারে বিপরীত সেই অনুভূতির সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটিয়েছেন। ওনার গ্রন্থে 'দেশভাগ', 'বাস্তুচ্যুতি' ও 'তপশিলি উদ্বাস্তুদের' সমস্যার দিকটি উনি তুলে ধরেছেন। এই বইটি শুধু ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ নয়; এখানে লেখকের ব্যক্তি জীবনের সাথে সমকালীন রাজনীতি, সমাজ, প্রান্তিক মানুষদের জীবন যাত্রার মিশেল সুস্পষ্ট প্রকাশিত হয়েছে যা গ্রন্থটিকে স্বার্থকতা দান করেছে।

সূচক শব্দ : প্রান্তিক মানুষ, শীতল যুদ্ধ, প্রাগজ্যোতিষ-কামরূপ, সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ, তপশিলি উপজাতি উদ্বাস্তু।

পুনর্দর্শন তো নানানভাবে হয়। কখনও কোনও ঘটনাকে ফিরে দেখা হয়, কখনও কোনও জায়গাকে। আর যদি জীবন ফিরে দেখা হয়? সেটা কি কোনও একজন ব্যক্তির জীবন থাকে নাকি একজন ব্যক্তিকে দিয়ে চিনে নেওয়া যায় অনেককে? ধরা যায় একটা বিশেষ সময়, জায়গা, হয়তো বা এক বিশেষ বর্গকে। কোনও ব্যক্তি হয়তো তাঁর জীবন ফিরে দেখছেন, সেই দেখার আয়নায় উঠে আসছে সমকাল। তখন আর তা নিছক আত্মকথা থাকে না, হয়ে ওঠে অনেকের কথা।

সৌর জগতের অন্যতম গ্রহ পৃথিবীর বাসিন্দা আমরা। হ্যাঁ, এটাই আমাদের বৃহত্তর পরিচয়। তবে মহাদেশ, উপমহাদেশ, দেশ, রাজ্য, জেলা, শহর, গ্রাম – এই বহুবিধ ভৌগোলিক তথা আঞ্চলিক নাম বিভক্তিকরণের মাঝে আমরা সর্বদা আমাদের এলাকাভিত্তিক বসতিকেন্দ্রিক 'ক্ষুদ্রতর' একান্ত নিজস্ব পরিসরে স্ব-পরিচয় খুঁজে বেড়াই। একজন মানুষের জীবন অর্থাৎ তার জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি এই সময়কাল বিবিধ ঘটনার ছায়াবৃত্তে আবর্তিত হয়ে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হতে থাকে। এখানে ঘটনা বলতে আন্তর্জাতিক স্তরের বিবিধ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সমস্যার কথা যেমন বোঝানো হয়, ঠিক তেমনি জাতীয় ও আঞ্চলিক স্তরে এমনকি প্রান্তিক এলাকায় তার প্রভাব মনুষ্যজীবনকে কতটা প্রভাবিত করে তোলে তাও তো বিবেচনা করা দরকার। আর সেই কাজটাই করেছে সদ্যপ্রকাশিত একটি বই। বইয়ের লেখক রূপ কুমার বর্মণ আর বইয়ের নাম 'পরিবর্ত অনুসন্ধান: রাষ্ট্র নাগরিকত্ব বাস্তুচ্যুতি ও ইতিহাসচর্চা'[১]। লেখক এখানে ইতিহাসচর্চার চিরাচরিত ধারাকে অনুসরণ না করার সাহস দেখিয়েছেন। তথাকথিত ইতিহাস অনুশীলন বৃত্তের বাইরে থাকা বৃহত্তর সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে যাদের অবস্থান দুর্গম অরণ্যাঞ্চলে, প্রত্যন্ত গ্রামে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইতিহাসের পট পরিবর্তনকে তুলে ধরেছেন। অস্বীকার করার উপায় নেই, এই সকল জনগোষ্ঠী বৃহত্তর পৃথিবীর সমাজ, আর্থ-রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ধারারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। ভূ-রাজনৈতিক আঙ্গিকে বিচার করলে বোঝা যায় ছোট্ট এলাকা, গ্রাম, মফঃস্বল, নগর, মহানগর, রাজ্য, রাষ্ট্র কেউই কারোর থেকে বিছিন্ন নয়, একই গতিধারার অঙ্গবিশেষ। তবে প্রকৃতির কোলে বিচরণকারী একটি গ্রামীণ জীবনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিবেশ, নগর-মহানগর থেকে অনেকটাই আলাদা এবং সেখানে বসবাসকারী জনজাতির সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গিও পৃথক। লেখক প্রান্তিক-আঞ্চলিক-মহানাগরিক সম্পর্কের গতিময় পটপরিবর্তনের ধারাকে দ্বৈত পরিসরের মধ্য দিয়ে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। একটা পরিসর যদি হয় স্থানীয় তবে অন্যটা বিশ্বজনীন। একদিকে ডুয়ার্স থেকে দার্জিলিং ও কোচবিহার হয়ে কলকাতা মহানগরীতে লেখকের আগমনের অভিজ্ঞতা ব্যক্তিগত দলিল হিসেবে সাবলীল ভঙ্গিমায় প্রকাশিত হয়েছে; অন্যদিকে এই যাত্রাপথের সাক্ষী একটি ছোট্ট গ্রামের সাথে বিশ্বরাজনীতির সমকালীন ঘটনাপ্রবাহের সম্পর্ক বিশেষ স্থান করে নিয়েছে।

'যাত্রা শুরু হল' শিরোনামে লেখক আমাদের পরিচিতি ঘটান পশ্চিমবঙ্গের ডুয়ার্সের আলিপরদুয়ার জেলার রায়ডাক নদী[২]-তীরবর্তী ছোট চৌকির বস গ্রামের সঙ্গে, যেখানকার শান্ত স্নিগ্ধ নীরব মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে কেটেছে লেখকের শৈশবকাল। বড় চৌকির বসে নিম্ন বুনিয়াদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁর স্কুলজীবনের শুরু। পরে মহাকালগুড়ি মিশন হাই স্কুলে লেখকের পাঠগ্রহণ। ছোট চৌকির বসের ভৌগোলিক অবস্থান বর্ণনা করতে গিয়ে একদিকে যেমন সেই অঞ্চলের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, জীবকুলের বিন্যাস, রায়ডাক নদীর ইতিবাচক ও নেতিবাচক মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে; ঠিক তেমনই লেখক আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন ওই অঞ্চলে বসবাসকারী বিবিধ আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে। তাঁদের জীবিকা, জীবনধারণের পন্থা, ভাষা, সংস্কার, সংস্কৃতি, পূজা, পরম্পরা প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে সুবিস্তৃতভাবে। মহাকালগুড়ি হাইস্কুলে পড়ার সময়ে গ্রামের নির্মল সারল্য মাখা সৌন্দর্য বর্ণনার ক্ষেত্রে লেখক উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'সলিটারি রিপার'-এর প্রসঙ্গ তুলে এনেছেন। এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে লেখকের গভীর ইতিহাসচেতনা। ছোট চৌকির বস গ্রামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক ভারত ও তার পার্শ্ববর্তী দেশে ৭০, ৮০, ও ৯০র দশকে ঘটে যাওয়া ঘটনাপ্রবাহ, আঞ্চলিকতাবাদ, উপজাতীয়তাবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ, বাস্তুচ্যুতি[৩] , নাগরিকত্ব, মানবাধিকার আন্দোলন, দলিতচর্চার মত বিষয়কে তুলে এনেছেন। শ্রীলঙ্কায় এল টি টি ই-র সশস্ত্র আন্দোলন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, শীতল যুদ্ধ, উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের সংযুক্তি, তার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে ভিয়েতনামের গঠন, মাও জে

দং-এর মৃত্যুর পর চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অবসান, জার্মানির ঐক্যবদ্ধ হওয়া, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন, দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রাম ও স্বাধীনতা অর্জন প্রভৃতি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলীগুলির আবর্তে ভারতের প্রান্তিক রাজনীতির ও জনজীবনের পট-পরিবর্তনের দিকটি নিখুঁত ভাবে ফুটে উঠেছে বইটির প্রথম অধ্যায়ে। হাই স্কুলে পাঠগ্রহণের সময় বিবিধ রাজনৈতিক ঘটনা তথা পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী শাসনের বিকাশ, রাজীব গান্ধী হত্যাকাণ্ড, বাবরি মসজিদ ধ্বংস একদিকে যেমন লেখকের মনকে আলোড়িত করে তোলে; ঠিক তেমনি ১৯৯৩ সালে আলিপুরদুয়ার মহাবিদ্যালয়ে ইতিহাস অনার্স নিয়ে পাঠ গ্রহণকালে ঔপনিবেশিক বাংলার রাজনীতি, ডুয়ার্সের গণ আন্দোলন, আসাম আন্দোলন, পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী রাজনীতি, আঞ্চলিকতার আন্দোলন প্রভৃতি বিষয়গুলি লেখক এবং তাঁর বন্ধুমহলে আলোচনার মুখ্য বিষয়ে পরিণত হয়। প্রথম অধ্যায়ের অন্তিমলগ্নে লেখক দেখিয়েছেন ওঁর পরিবারের ছোট চৌকির বস থেকে কামাখ্যাগুড়িতে স্থানান্তর এবং আদি কামাখ্যাধাম হিসাবে কামাখ্যাগুড়ির পরিচয় অনুসন্ধান। আলোচনা প্রসঙ্গে এখানে চলে এসেছে কামাখ্যাগুড়ি জনপদ গড়ে ওঠার ইতিহাস, এখানকার আদি জনজাতির পরিচয়, তাদের জীবন যাত্রা, ধর্মীয় বিশ্বাস, এই অঞ্চলের বাণিজ্যিক গুরুত্ব, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই অঞ্চলের ওঠাপড়ার ইতিহাস।

'উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও দার্জিলিং পর্ব' নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের মধ্যে দিয়ে শুরু হচ্ছে লেখকের উচ্চশিক্ষার যাত্রা এবং প্রথম চাকরির অভিজ্ঞতা। এই অধ্যায়টি মোট দশটি অণু-অংশে বিভক্ত হয়ে অলোচিত হয়েছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে নকশালবাড়ি আন্দোলন এবং ১৯৬৯ সালে সি.পি.আই (এম এল) গঠন-পরবর্তী ইতিহাস বিষয়টি তুলে আনেন। প্রসঙ্গক্রমে চলে এসেছে তাঁর জন্মের আগের কিছু ঘটনা, যেমন পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের ভিড়, ইন্দো-চীন যুদ্ধ, বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যু, সি পি আই ভেঙে সি পি আই এম গঠন, বেরুবাড়ি আন্দোলন, কামতাপুর পিপলস পার্টি[৪], কে এল ও-এর মত সংগঠনের প্রভাব বিস্তার, কার্গিল যুদ্ধ প্রভৃতি ঘটনা। ১৯৬০ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত বঙ্গ রাজনীতির পট পরিবর্তনের দৃশ্যাবলী যেন উঠে আসে পাঠকের সামনে।

দার্জিলিং-এর সেন্ট জোসেফস কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক হিসেবে লেখকের কর্মজীবনের সূত্রপাত। সেন্ট জোসেফস কলেজের পর কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ প্রতিষ্ঠিত আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজে যোগ দেন লেখক। 'কোচবিহার পর্ব ও মুক্তির আদেশ' শীর্ষক অধ্যায়ে আমরা পূর্বতন দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের জনস্মৃতিমূলক ইতিহাস জানতে গিয়ে পরিচিত হই সেখানকার পৌরাণিক কাহিনী, উপাখ্যান ও কিংবদন্তির সঙ্গে। জানতে পারি প্রাগজ্যোতিষ-কামরূপের সঙ্গে কোচবিহারের আদি সংযোগের ইতিহাস। কোচবিহারের রাজ-পরিবারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের পাশাপাশি জানতে সমর্থ হই পঞ্চানন বর্মা সম্পর্কেও। জেলার ইতিহাস অনুসন্ধানের পাশাপাশি ২০০১ সালে ঘটে যাওয়া ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের সদর দপ্তরে জঙ্গি আক্রমণ এবং ডারবান সম্মেলন (২০০১) – এইসব বিশ্ব ইতিহাস সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে আমরা অবগত হই এই অধ্যায়ে। লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যতটা না এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, তার থেকে বেশি উঠে এসেছে ঔপনিবেশিক জ্ঞানতত্ত্বের আলোকে ঔপনিবেশিক শাসক পণ্ডিতবর্গের হাত ধরে বাংলা সমাজের গড়ন ও জনবিন্যাসের ইতিহাসচর্চার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য জেমস্ টেইলার, ডব্লু ডব্লু হান্টার, জেমস ওয়াইজ, এইচ এইচ রিজলে, জে. এ. ভ্যাস, এল. এস. এস. ও'ম্যালের বাংলার নিম্নবর্ণীয়দের সমাজ গড়ন ও ইতিহাস অনুসন্ধান। ভারতীয় উপমহাদেশের জাত-ব্যবস্থা অনুসন্ধানে ভারতীয় পণ্ডিতদের গবেষণাভিত্তিক আলোচনার বিস্তৃতভাবে উঠে এসেছে, যেখানে আমরা এম.এন.শ্রীনিবাস, এ.আর.দেশাই, ইরাবতী কার্ভে, নৃপেন্দ্রকুমার দত্তের গবেষণা সম্পর্কে অবগত হই। 'নিম্নবর্গীয় দৃষ্টিভঙ্গি' নামক অণু-অধ্যায়ে লেখক আমাদের নিম্নবর্ণীয় জাতিগুলির ইতিহাসচর্চায় ১৯৮০-র

দশক থেকে যে নতুন নিম্নবর্গীয় দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটেছে যা 'জাত' সম্পর্কিত ঐতিহাসিক গবেষণায় এক নতুন মাত্রার সংযোজন ঘটিয়েছে তার সুলুকসন্ধান দিয়েছেন। এক্ষেত্রে 'সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ'-এর প্রবক্তা রণজিৎ গুহের সম্পাদনায় এন.কে.চন্দ্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পীভাক, কাঞ্চা ইলাইয়া, বিজয় প্রসাদ প্রমুখ লেখকের চিন্তন প্রকাশিত হয়েছে। তবে "নিম্নবর্গীয় ঘরানার" ইতিহাসচর্চার ধারণা কোনওভাবেই স্পষ্ট বা পর্যাপ্ত নয়। প্রসঙ্গক্রমে স্পীভাকের সমালোচনামূলক প্রবন্ধ 'ক্যান দ্য সাবঅল্টার্ন স্পিক?[৫]-এর কথা উল্লেখ করতে লেখক ভোলেননি। এই অধ্যায়টি শেষ হয়েছে লেখকের চাকরিসূত্রে কলকাতা মহানগরীতে যাত্রার অভিজ্ঞতা দিয়ে।

শেষ অধ্যায়ে উঠে এসেছে 'কলকাতা পর্ব ও ইতিহাসচর্চা'। ভারতের বিশিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হয় লেখকের চাকরিজীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনা ও গবেষণার হাত ধরে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সন্মুখীন হয়েছেন লেখক। সে সবই নির্দ্বিধায় তুলে ধরেছেন এখানে। একটি মহানগরের দ্রুতগামী জীবনধারার সঙ্গে গ্রামের সহজ-সরল জীবনধারার বৈপরীত্য সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয়েছে এখানে। 'দেশভাগ, বাস্তুচ্যুতি ও তপশিলি উদ্বাস্তু' অংশে উঠে এসেছে স্থানান্তর, ঘরহারাদের সমস্যা, নতুন পরিবেশে বেঁচে থাকার সংগ্রাম, উদ্বাস্তু ও শরনার্থী সমস্যা। আলোচিত হয়েছে দণ্ডকারণ্যে পূর্ববাংলার তপশিলি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সমস্যা, মরিচঝাঁপিতে আগত তপশিলি জাতির উদ্বাস্তুদের প্রতি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ঘটনা; উত্তরাঞ্চল, ওড়িশা, বিহার ও আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে পূর্ব বাংলা থেকে বাস্তুচ্যুত তপশিলি জাতির মানুষদের জীবন সংগ্রাম। 'দলিত প্রর্তকের নির্যাস' ও 'দলিত প্রর্তকের মূল বক্তব্য' নামক অংশে লেখকের পুনর্দর্শনের বিষয় ভারতীয় সমাজের জাতপাত ব্যবস্থা, জাতের সঙ্গে শ্রেণিকে এক করে দেওয়ার ইচ্ছাকৃত প্রবণতা। 'দলিত' শব্দ[৬] ব্যবহারের যৌক্তিকতা ও সমস্যার কথাও প্রসঙ্গক্রমে এসেছে। অধ্যায়টি শেষ হয়েছে ২০২০-র গোড়ার দিকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া কোভিড ১৯ নামক করোনা ভাইরাসের দ্বারা সৃষ্ট অতিমারী সমস্যা ও কোভিড পরবর্তী সময়ের উল্লেখের মধ্য দিয়ে।

এই বই পুনর্দর্শন করায় সমাজের 'প্রান্তিক' মানুষদের সঙ্গে , বাস্তুচ্যুত মানুষদের সাথে। এই মানুষদের অব্যক্ত জীবনকাহিনীর সঙ্গে পরিচিত না হলে সমাজ গঠন ও তার ক্রম-পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটকে অনুধাবন করা প্রায় অসম্ভব। এই বই ইতিহাসচর্চার পুনর্দর্শনের কাজও করে। তা যেন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, ভারতীয় উপমহাদেশের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র 'প্রান্তিক' অঞ্চলে বসবাসকারী সাধারণ মানুষের ইতিকথা জানতে গেলে শুধুমাত্র সরকারি মহাফেজখানার কাগুজে দলিল যথেষ্ট নয়। জানা দরকার 'প্রান্তিক' অঞ্চলের লোককথা, লোকসাহিত্য, লোকইতিহাস, মৌখিক ইতিহাস। প্রান্তিক অন্দোলন অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সেই স্থানের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানগত গুরুত্ব অনুধাবন করা।

এই বই শুধু এক ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ নয়। এখানে ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে মিশে যায় সমকালীন রাজনীতি, সমাজ, যার মধ্যে উল্লেখ্য জাতি ব্যবস্থা আর তার মধ্যে প্রান্তিক মানুষের অবস্থান। বিন্দুতে সিন্ধুদর্শনের মতো এই বই যেন এক বড় সময়কে পুনর্দর্শন করায় যেখানে মিশে থেকে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র আর আন্তর্জাতিক রাজনীতি।

তথ্যসূত্র

১. বর্মণ, রূপ কুমার, পরিবর্ত অনুসন্ধানঃ রাষ্ট্র নাগরিকত্ব বাস্তুচ্যুতি ও ইতিহাসচর্চা. কলকাতাঃ গাংচিল, ২০২২।
২. বর্মণ, রূপ কুমার, দ্য রায়ডাক. নিউ দিল্লীঃ মিত্তল পাবলিকেশনস, ২০২১, পৃ. ৫৭-৬৮।
৩. বর্মণ, রূপ কুমার, মাইগ্রেশন, ষ্টেট পলিশিস অ্যান্ড সিটিজেনশিপ. নিউ দিল্লীঃ আয়ু পাবলিকেশনস, ২০২১, পৃ. ১৭-৩১।

৪. নন্দী, রাজীব, "স্পেকট্যাকলস অব এথনোগ্রাফিক অ্যান্ড হিস্টোরিক্যাল ইমাজিনেশনঃ কামতাপুর মুভমেন্ট অ্যান্ড দ্য রাজবংশী ক্যুয়েস্ট টু রি-ডিসকভার দেয়ার পাস্ট অ্যান্ড সেলেভস", হিস্ট্রি অ্যান্ড অ্যানথ্রপোলজি, ভলিউম ২৫, জুন ২০১৪, পৃ. ৫৭১-৫৯১।

৫. স্পিভাক, গায়ত্রী চক্রবর্তী, ক্যারি নেলসন অ্যান্ড লরেন্স গ্রস বার্গ (এডিটেড), 'ক্যান দ্য সাবলটার্ন স্পিক?', মার্কসিজম অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন অব কালচার, প্যালগ্রেভ ম্যাকমিলন, ১৯৮৮, পৃ. ২৭১-৩১৩।

৬. বর্মণ, রূপ কুমার, পিলিটিক্স, কাস্টিজম অ্যান্ড দলিত ডিসকোর্সঃ রিফ্লেক্সনস অন দ্য সিডিউল কাস্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল. নিউ দিল্লীঃ অভিজিৎ পাবলিকেশনস, ২০২০, পৃ. ৫৫-৬৭।